দেশের ১৮তম লোকসভা গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচন (২০২৪) সংগঠিত হতে চলেছে। মানুষ নির্বাচনের দিন ভোট দেবে তাদের স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য, — কোনও দলের হয়ে বা নির্দলভাবে দাঁড়ানো প্রার্থীদের মধ্যে থেকে একজনকে; সেই ভোট যে বেশি পাবে সে ওই এলাকার জনপ্রতিনিধি হবে। এইভাবে নির্বাচিত পাঁচশ তেতাল্লিশ জন জনপ্রতিনিধি ১৮তম লোকসভা গঠন করবে; সেই লোকসভার বেশিরভাগ জনপ্রতিনিধি মিলে দল বা জোট হিসেবে গঠন করবে দেশের সরকার ও প্রধানমন্ত্রী। সেই লোকসভা আগামী পাঁচ বছর ধরে আলাপ–আলোচনা চালিয়ে দেশের জন্য নীতি ঠিক করবে, আইন প্রণয়ন করবে, এবং সেগুলি কার্যকর রাখবে।

কোন প্রার্থী জিতবে, কারা গড়বে সরকার, আর কে হবে প্রধানমন্ত্রী — তা আগে থেকে বলে দেওয়া যায় না।

আমরা জনসাধারণ–এর একটি অংশ, যাদের নির্বাচনের দিন একটি করে ভোট আছে। কিন্তু শুধু তা–ই নয়। গণতন্ত্রে জনসাধারণই লোকসভা ও সরকার –এর ক্ষমতার উৎস; তাই লোকসভা ও সরকারকে 'কী করতে হবে' তা নির্দেশ দেওয়া জনসাধারণের এক্তিয়ার; সেই নির্দেশ লোকসভা ও সরকার পালন করছে কি না তা নজর রাখাও জনসাধারণের এক্তিয়ার। আমরা ১৮তম লোকসভার কাছে আমাদের কিছু নির্দেশ (mandate) রাখছি।

অষ্টাদশ লোকসভার কাছে জনসাধারণের নির্দেশমালা

updated on 1 April 2024

১. কর্পোরেট এবং অতিধনীদের আয়ের সিংহভাগ সর্বজনীন; ওই আয়ে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ট্যাক্স বসিয়ে সরকারের কোষাগার অনেকটা বাড়াবে; বাড়তি অর্থ সকলের সুন্দর জীবনযাপনের ন্যুনতম চাহিদা মেটানোয় ব্যয় হবে।

২. সবার কাজের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা যাতে থাকে, এবং কাজ যেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বাদবাকি দিকগুলিকে ক্ষুণ্ণ না করে; তার জন্য সংসদ সর্বদা সক্রিয় থাকবে।

৩. সমস্ত শূণ্যপদে নিয়োগ হবে; সমস্ত অস্থায়ী কর্মীর স্থায়ীকরণ হবে।

৪. সরকারি বেসরকারি কোনও জায়গাতে একই কাজে দুই রকম বেতন যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত আইন হবে।

৫. সর্বোচ্চ বেতন যাতে সর্বনিম্ন বেতনের পাঁচগুণের বেশি না হয় তা নিশ্চিত হবে; এই জন্য সর্বোচ্চ বেতন কমানো এবং সর্বনিম্ন বেতন বাড়ানো — এই দুই ব্যবস্থাই নেবে সংসদ।

৬. সরকারি–বেসরকারি চাকরিতে নিয়োগ ব্যবস্থা; উচ্চশিক্ষায় ভর্তি এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা; যে কোনও ধরনের সরকারি শংসাপত্র ব্যবস্থা (যেমন জাতগত, পারিবারিক আয় ইত্যাদি) — এগুলি স্বচ্ছ হবে।

৭. স্বনিযুক্ত পেশাজীবীদের আয়ের ভিত্তিতে নিম্নতর নব্বই শতাংশের এখনকার সর্বোচ্চ আয়কে সেই পেশার ন্যূনতম আয় ঘোষণা করা হবে; যাদের আয় তার কম, তাদের সরকারি আংশিক সময়ের চুক্তিভিত্তিক কাজ থেকে আয়ের ব্যবস্থা হবে।

৮. স্থানীয়ভাবে ন্যূনতম রোজগারের জন্য একশ’ দিনের কাজের গ্যারান্টি বলবৎ হবে; এই কাজ শ্রমনিবিড়, স্থানীয় সাধারণসভা থেকে পরিকল্পিত, এবং দুর্নীতিমুক্ত হবে।

৯. ষাটোর্ধ মানুষের ন্যূনতম মাসিক আয় নিশ্চিত হবে; যার নেই তাকে সরকার কোষাগার থেকে দিয়ে দেবে।

১০. সরকারি কর্মী ও পারিবারিক পেনশন শেয়ার বাজারের অনিশ্চয়তা মুক্ত হবে।

১১. উঁচুমানের খাদ্যশস্য, রবিশস্য, ভোজ্য তেল; রান্নার উপকরণ; পানীয় ও গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজের জন্য পরিষ্কার জল — এগুলি সর্বজনীন হবে। অর্থাৎ, সবাই নিজের ব্যবহারেরটুকু চাইলেই পাবে; তার জন্য পয়সা দিতে লাগবে না, সরকার দেবে।

১২. বসবাসের জন্য শৌচঘর সহ দুই কামরার পাকা ঘর সর্বজনীন হবে। যে পরিবারের নেই, তারা চাইলে সরকার নিখরচায় বানিয়ে দেবে।

১৩. একটি অঞ্চলের বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিম্নতর নব্বই শতাংশ পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার এখন যত ইউনিট, ততটা উচ্চমানের বিদ্যুৎ সর্বজনীন হবে। অর্থাৎ সেটুকুর জন্য দাম দিতে হবে না।

১৪. স্থানীয় বাস, ট্রেন, ও জলযান পরিষেবা পর্যাপ্ত ও সর্বজনীন হবে। অর্থাৎ, স্থানীয় গণপরিবহণের খরচ সরকারকে জানালে সরকার ভাড়া মিটিয়ে দেবে।

১৫. একটি অঞ্চলের ইন্টারনেট ব্যবহারে নিম্নতর নব্বই শতাংশ মানুষের সর্বোচ্চ ডেটা খরচ গড়ে এখন যত ইউনিট, ততটা উচ্চমানের ডেটা সর্বজনীন হবে। অর্থাৎ, তার দাম দিতে হবে না; সরকারকে জানালে সে করের টাকা থেকে মিটিয়ে দেবে।

১৬. একটি অঞ্চলের টেলিফোন ব্যবহারে নিম্নতর নব্বই শতাংশ মানুষের সর্বোচ্চ কল এখন গড়ে যত ইউনিট, ততটা কল সর্বজনীন হবে।

১৭. রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা উন্নয়ন সূচকের সর্বোচ্চ মান, অর্থাৎ মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষা সর্বজনীন হবে। অর্থাৎ, যে যা-ই পড়তে চাক এই অবদি, তার জন্য তার পছন্দের ভাষায় অবৈতনিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত থাকবে।

১৮. সমস্ত প্রয়োজনীয় জেনেরিক ওষুধ সর্বজনীন হবে। অর্থাৎ, প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে তা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে; দাম সরকার মিটিয়ে দেবে।

১৯. সমস্ত প্রয়োজনীয় হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা এবং সার্জারি সর্বজনীন হবে। অর্থাৎ, সরকারি হাসপাতালে তা বিনামূল্যে হবে এবং অন্যান্য জায়গায় হলে খরচ সরকারকে জানালে সরকার তা মিটিয়ে দেবে।

২০. জাতভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, এবং অঞ্চলভিত্তিক জনগণনার মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা জেনে নেবে সরকার; এর ওপর দাঁড়িয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমতামুখী নানা ধরনের ভাতা, পরিষেবা ও সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করবে; সংরক্ষণের ঊর্ধসীমা তুলে দেবে; দশ বছর বাদে জনগণনার মাধ্যমে অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন ও বন্দোবস্তের পুনর্বিন্যাস করবে।

২১. সমস্ত প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের ন্যুনতম দাম নির্ধারণ হবে, যার নিচে চাষিদের কাছ থেকে তা কেনা বেআইনি ঘোষণা হবে।

২২. ছোট্ট সংস্থা বাদে সমস্ত সরকারি বেসরকারি কারখানা ও সংস্থায় নির্বাচিত কর্মী ইউনিয়ন বাধ্যতামূলক হবে।

২৩. সরকারি বেসরকারি সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়ন বাধ্যতামূলক হবে।

২৪. লোকসভা থেকে পঞ্চায়েত, অফিস অ্যাসোসিয়েশন থেকে ছাত্র ইউনিয়ন — মুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত হবে; জামানত জমা রাখা তুলে দেওয়া হবে; কোনও নির্বাচনেই প্রার্থী পিছু খরচ আয়ের দিক থেকে নিম্নতর নব্বই শতাংশ নির্বাচকমণ্ডলীর সর্বোচ্চ মাসিক আয়ের চেয়ে বেশি হবে না; এই সীমা কড়াভাবে বলবৎ হবে।

২৫. স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী দূষণ কমানোর আইন হবে।

২৬. শহরের পরিবেশের মধ্যে গাছপালা, উদ্যান, জলাশয় সহ প্রাকৃতিক পরিসর রক্ষা ও বাড়ানোর আইন হবে।

২৭. নদী হ্রদ খাল বিল পুকুর ইত্যাদি জলাশয়, গ্লেসিয়ার, বুগিয়াল, সৈকত, মোহনা, নদীখাত, টিলা এবং বন বাঁচানোর জন্য আইন হবে।

২৮. জৈব কৃষিজাত পণ্যে ভর্তুকি দিয়ে তার দাম সিনথেটিক কৃষিজাত পণ্যের সমান করা হবে।

২৯. সমস্ত জায়গায় সাইকেল নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হবে; সাইকেল, রিক্সা, ও ছোট মোটরচালিত হালকা ধীরগতির গাড়ির জন্য সব বড়ো রাস্তায় আলাদা লেন হবে।

৩০. বিচারের আগেই মানুষকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দিয়ে বলা, এবার তুমি নিজেকে আইনের মাধ্যমে নির্দোষ প্রমাণ করো — এই ধরনের আইনের ধারাগুলি বাতিল হবে।

৩১. দেশের মানুষের নানারকম যৌথতা, বিশ্বাস, আচার, আচরণ, সংস্কৃতি তথা যাপনের বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য সংসদ সচেষ্ট থাকবে।

৩২. সমস্ত রাজ্য সরকার ও সাংবিধানিক সংস্থা; অন্যান্য সমস্ত নির্বাচিত সংস্থা; বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, মিডিয়া, ও উচ্চশিক্ষার পরিসরগুলি — এদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা যাতে অক্ষুন্ন থাকে তার জন্য সংসদ সচেষ্ট থাকবে।

সাধারণ নির্বাচনে একশ’ কোটি ভোটদাতা। তার তুলনায় এই নির্দেশমালা আংশিক। এই তালিকায় নতুন সংযোজন চলতে থাকবে। তারিখ সহ আপডেটেড নির্দেশমালার ওয়েবপেজ দেখতে পাওয়া যাবে পাশের কিউ আর কোড স্ক্যান করলে। **আপনি কিছু সংযোজন করতে চাইলে ওয়েবপেজ–টিতে কমেন্ট করুন।** বা এই নাম্বারগুলিতে মেসেজ করুন বা কথা বলুন — (9674486426, 9163093286, 9474717627, 8240806448, 7384952787, 9933188054)

‘কল্পসামাজিক কাগজ সর্বজনীন’ পত্রিকার তরফে শমীক সরকার, কল ৩১ কর্তৃক প্রকাশিত।